হাওড়ার আমতায় ঝড়ে মৃত দুই, আহত পনেরো

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া জেলার জয়পুর থানার কাঁকরোল পূর্ব শ্মশানে শনিবার কালীপূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রস্তুতি চলছিল। হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ে কালীঠাকুরের মন্দিরের চূড়া ও ভক্তদের জন্য প্যাণ্ডেল ভেঙে যায়। প্যাণ্ডেল চাপা পড়ে শনিবার রাতে এলাকার নানা বয়সের ১৫ জন আহত হন। পূজা দেখতে আসা আহত ভক্তদের উদ্ধার করে স্থানীয় অমরাগড়ী বিভূতিভূষণ ধর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করতে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ১জনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত জনা পনেরো জনের চিকিৎসর জন্য পাঠানো হয়। মৃত ৯ বছরের অভিজিৎ মাঝির উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে পোস্টমর্টেম করা হয়। শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার পিতা পেশায় কৃষক প্রফুল্ল মাঝি। পুত্র সন্তানের শোকে মুহ্যমান অভিজিতের মা। এদিকে আমতার বিধায়ক অসিত বরণ মিত্র এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কার্য তদারকি করেন আমতা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ও হাওড়া জেলা পরিষদ কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র পাল। এলাকায় এখন শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অমরাগড়ী মেনকা স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র অভিজিতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সহপাঠী ও অভিভাবকরা অভিজিতের বাড়িতে ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শেষ দেখার আশায় ও পরিবার পরিজনদের সান্ত্বনা সমবেদনা জ্ঞাপন করতে হাজির হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে এই দুর্ঘটনার ফলে আহত নমিতা রায়কে (২৪) অমরাগড়ী বিভূতিভূষণ ধর গ্রামীণ হাসপাতালে থেকে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সে পথে মারা গেছেন। এখন পর্যন্ত উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৩জন এবং গুরুতর আহত হওয়ায় কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভর্তি ১ ও উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে আরও এক আহতকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অমরাগড়ী থেকে এই তথ্য জানান মিলন গুছাইত ও অনিল দলুই। অমরাগড়ী মেনকা স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক সেখ গোলাম ইয়াজদানি বাগবুল ওই ছাত্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

আমতার বিধায়ক অসিত বরণ মিত্র ঝড়ে আহতদের চিকিৎসার ও মৃত ব্যক্তির পরিবার কে সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন ও আহতদের চিকিৎসায় সরকারের তরফে আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিধায়ক আহত ও নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনিও সাধ্যমত সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং সরকারের আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে নদিয়ায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির

শ্যামল রায় : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে নদিয়া জেলায় বিরোধীদের উপর সন্ত্রাসের মারাত্মক অভিযোগ না থাকলেও বহু জায়গায় বিরোধীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি। বিরোধীদের অভিযোগ যে, শাসকদলের ব্যাপক সন্ত্রাসের কারণে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি এরকমটাই অভিযোগ ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পাদক মহাদেব সরকারের এবং সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক সুমিত দে'র। বিরোধীদের অভিযোগ যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেই অনেক জায়গায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কিন্তু এটা গণতন্ত্রের পক্ষে সুসংবাদ নয়। যারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাদের কাছে এই বার্তা সুখকর নয়।

জানা গিয়েছে যে নদিয়া জেলার ইতিমধ্যে ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল। কিন্তু আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট যুদ্ধে লড়াইটা এসে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের সঙ্গে ভারতীয় জনতাপার্টির। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মনোনয়ন দাখিলের পরে পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে যে তৃণমূলের বিরোধী শক্তি ভারতীয় জনতা পার্টি এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে সিপিআইএম ও কংগ্রেস অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে মনোনয়ন দাখিল থেকে শুরু করে ভোট প্রচারে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা পেরানোর পর দেখা গেছে যে নদিয়ার সিংহভাগ আসনে বিরোধী প্রার্থী নেই কিন্তু বিরোধী বলতে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা কিছুটা হলেও মনোনয়পত্র দাখিল করতে পেরেছেন। তবে বহু জায়গায় তৃণমূলের দলের মধ্যেই ক্ষুব্ধ প্রার্থীরা নির্দল হিসাবে ভোটযুদ্ধে নেমেছেন কিংবা ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন ভিতরে ভিতরে। তাই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে তৃণমূলের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির।

আবার তৃণমূলের দলের অন্দরেই বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি কে হবেন সহ সভাপতি কে হবেন, কিংবা পঞ্চায়েত প্রধান কে হবেন উপপ্রধান কে হবেন, এই নিয়েও একটা দলীয় কোন্দল যথেষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

নদিয়া জেলায় পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে যে জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ৪৭টি। সমিতির সংখ্যা ১৭টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৮৭টি। সদস্য সংখ্যা ২০১৩টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা পেয়েছিল তৃণমূল ৭৪টি। সিপিআইএম পেয়েছিল ৫৩টি। কংগ্রেস পেয়েছিল। ১২টি। ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছিল দু'টি। এর মধ্যে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ছিল টিরাই। ত্রিশঙ্কু ছিল ৪২টি। ১৭টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে বামেদের দখলে ছিল আটটি।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ৫৪১টি। ইতিমধ্যে ৩০টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।হরিণঘাটা ব্লকের ২৪টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনের মধ্যে ১১টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে শাসকদল তৃণমূল।১৮৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ৩২০৯টি। এরমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৩০২টি আসনে। জানা গিয়েছে যে চাপরা হরিণঘাটা কল্যাণী চাকদা হাঁসখালি বহু আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

আর একটি পরিসংখ্যান দিলে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে বাম কংগ্রেস থেকে অনেকটাই এগিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি।

৩২০৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে ২১৮০টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। অন্যদিকে বামেরা করেছে ১৬৯৬টিতে। কংগ্রেস করেছে ৩৫০টিতে। ৫৪১টি সমিতির আসনের মধ্যে ৪৩২টি আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে বিজেপি। ৩৭৮টিতে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে বামেরা। জেলা পরিষদের ৪৭টি আসনের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির করেছে ৫২টি তে। বামেরা করেছে ৪৬টিতে। কংগ্রেস করেছে ১৩টিতে।তবে নদিয়া জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কোন্দল সাংঘাতিকভাবে বিরাজমান থাকলেও প্রকাশ্যে অনেকটাই আসেনা। রানাঘাট, শান্তিপুর, কল্যাণী, চাপরা, নাকাশিপাড়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কোন্দল তুঙ্গে কিন্তু জোটবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভোট ময়দানে এমনটাই জানা গিয়েছে। নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি দখলের লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে থাকলেও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কে হবেন এই নিয়ে একটা টানাপোড়েন আছে দলে অন্দরে।কেউ বলছেন হরিদাস দেবনাথ কেউ বলছেন তাপস ঘোষ সভাপতি হবেন এই নিয়ে পরিষ্কার নয় দলের কর্মী-নেতাদের কাছে। তবে বিজেপির একটা বাড়বাড়ন্ত রয়ে গেছে এই সমস্ত অঞ্চলে। অন্যদিকে হাঁসখালী অঞ্চলেও বামেদের এবং কংগ্রেসের থেকে অনেকটাই ভোটযুদ্ধে এগিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি।করিমপুর তেহট্টে অনেক নতুন মুখ এনে বাজিমাত করতে ভোট যুদ্ধে নেমেছে বিজেপি তেমনি অভিজ্ঞদের কাজে লাগিয়ে তৃণমূল বাজিমাত করতে চাইছে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে।

তাই মনোনয়নপত্র দাখিলের পর্ব শেষ হতেই দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করে দিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সঙ্গে ভিতরে ভিতরে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির জেলা সম্পাদক মহাদেব সরকার জানিয়ে দিয়েছেন যে, পদ্মফুল ফুটবে এবার গ্রামে গ্রামে।অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি গৌরীশংকর দত্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে সরকারের নানা বিধ প্রকল্পের উন্নয়নের প্রচার নিয়েই আমাদের কর্মী-সমর্থকরা ভোটযুদ্ধে নেমে পড়েছেন এবং প্রার্থীরা প্রচুর ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করবে বিরোধীদের।

অন্যদিকে বামেরা এবং কংগ্রেসের দলীয় কর্মী-সমর্থকরা প্রচার অভিযান চালালেও অনেকটাই ব্যাকফুটে বলে জানা গিয়েছে।

সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক সুমিত দে'র অভিযোগ যে, তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে তারা বহু জায়গায় প্রার্থী দিতে পারেনি কিন্তু, তাদের দলের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা যেন অনেকেই না ভাবেন।তাই অনেকেই বলছেন এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে শাসকদল তৃণমূলের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির।

সভা/অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম মন্দির) আজ সোমবার আলোচনায়:-স্বামী শিষ্য্য সংবাদ, পাঠক: অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। সময় ৬-৪৫।

খড়দায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, চলল গুলি-বোমা, আহত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়দা : দুটি গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল খড়দার ছোট গান্ধি মোড় এলাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, টোটো স্ট্যান্ডের দখলকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে দুষ্কৃতীরা। চলে গুলি। হয় বোমাবাজি। গুলি লেগে এক ব্যক্তি আহত হয়েছে।

খড়দা থানার টাটাগেট ছোট গান্ধি মোড়ে অবস্থিত ওই টোটো স্ট্যান্ড। অভিযোগ, ওই এলাকায় তৃণমূলের দু'টি গোষ্ঠী রয়েছে। একটি গোষ্ঠীর কব্জায় আছে টোটো স্ট্যান্ড। অন্য গোষ্ঠীর কব্জায় আছে অটো স্ট্যান্ড। বাধা দেয় অপর গোষ্ঠী। শুরু হয় ঝামেলা, বোমাবাজি, চলে গুলি। সেসময় বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঝামেলা দেখছিল শাহনওয়াজ আলম নামে এক ব্যক্তি। তার পায়ে গুলি লাগে। আহত অবস্থায় তাকে বিএন বোস মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ।

পুলিশ আসার আগেই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরিস্থিতি বিচার করে এলাকাবাসীকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দিচ্ছেন না পুলিশকর্মীরা। ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় আইনগতভাবে সহায়তা দেওয়ার নামে গৃহবধূকে ধর্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাবড়া : স্বামীর বিরুদ্ধে চলা বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় আইনগতভাবে সহয়তা করার আশ্বাস দিয়ে এক মহিলাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া এলাকা থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হাবড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুবীর কুণ্ডু। জানা গিয়েছে, হাবড়ার মহিষা মছলন্দপুর এলাকার বাসিন্দা সুবীর কুণ্ডু নিজেকে আদালতের মুহুরি বলে পরিচয় দিয়ে হাবড়ার এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় আইনি সহায়তার আশ্বাস দেয়। অভিযোগ, সেই আশ্বাস দিয়ে ওই গৃহবধূকে বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন সেখানে রেখে ধর্ষণ করত। এরপর স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় অগ্রগতি না হওয়ায় ওই গৃহবধূ সুবীর কুণ্ডুর ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই সে ভয় দেখায়, পুলিশ, আদালত সব তার কব্জায়। এই ঘটনার কথা কাউকে জানালে গৃহবধূর ছেলেকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে হুমকিও দেয় সে। এরপর গত ৮ জানুয়ারি ওই গৃহবধূ সুবীর কুণ্ডুর খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে আদালতে বিষয়টি জানান। সঙ্গে হাবড়া থানাতেও ৯ জানুয়ারি বিষয়টি জানান তিনি। তারপর থেকেই গত তিনমাস ধরে পলাতক ছিল অভিযুক্ত সুবীর কুণ্ডু। রবিবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে হাবড়া এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত সুবীর কুণ্ডুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সাগরদিঘিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদিঘি : মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হল দু'জনকে। তাদের কাছ থেকে ২টি পিস্তল ও চার রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার রাতে সাগরদিঘি থানার পুলিশ দু'জনকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত মোড়গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা হল বিক্রম মণ্ডল ও অপূর্ব মণ্ডল। বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাদের ১৪দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাগরদিঘি থানার মোড়গ্রাম অঞ্চলে রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে বেশ কিছুদিন থেকেই। বাইরে থেকে অস্ত্র সহ ভাড়াটে গুণ্ডা এলাকায় ঢোকানো হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে আগাম খবর ছিল।

শনিবার রাতে দু'জন এলাকায় ঢুকেছে বলেও জানতে পারে তারা। এরপর এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। মোড়গ্রামে ওই দু'জনকে ইতস্তত ঘুরতে দেখে আটক করে দু'টি পিস্তল পাওয়া যায়। তখনই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, বিক্রম মণ্ডল ও অপূর্ব মণ্ডলকে ভাড়াটে গুণ্ডা হিসেবে এলাকায় ঢোকানো হয়েছিল। ওদের কাজে লাগিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা হচ্ছিল। তবে দু'জনকে কে বা কারা এলাকায় এনেছিল তদন্তের স্বার্থে তা জানায়নি পুলিশ।

আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া জেলার আমতা থানার ধাঁইপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কার্যালয়ে ও প্রাঙ্গণে আমতা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি,এসটি, ওবিসি সেলের আয়োজনে বিশেষ প্রতিভাধর ডঃ বি আর আম্বেদকরের রবিবার জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে ভারতের জাতীয় পতাকা ও তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন, নিরবতা পালন, প্রতিকৃতিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও মাল্য প্রদান, আম্বেদকরের বিরল কর্মময় আত্মজীবনী আলোচনা করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও হাওড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন কৃষি সেচ কর্মাধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র পাল। এছাড়া ছিলেন বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট জন ও নেতৃত্ব। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠান ঘিরে নেতা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। আইনজীবী পাল বলেন, আম্বেদকরের বিরল ঘটনা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর উন্নয়নমুখী চিন্তাধারা, কর্মধারা আমাদের নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভারতে চলছে ভেদাভেদের নোংরা রাজনীতি। আমাদের দেশ ও দশের জন্য উন্নয়ন ও কল্যাণ প্রকল্পের কাজ সচল রাখতে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। সকলে ভালো থাকুন। সুখ-শান্তি ঐক্যের বন্ধনে আমরা সবাই এগিয়ে চলি দেশ ও জাতির কল্যাণে। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছে বলে জানা গেছে আয়োজক কমিটি সূত্রে।

বনগাঁয় স্ত্রীকে পুড়িয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাবড়া : নিজের স্ত্রীকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত স্বামীর নাম উত্তম টিকাদার। শনিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৬ মার্চ রাতে উত্তম টিকাদার তাঁর স্ত্রী আহ্লাদি টিকাদারকে জোর করে বাথরুমে ঢুকিয়ে তার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যায়। তারপর সেই রাতে আহ্লাদি বাথরুম থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় কোনওমতো বেরিয়ে এসে পাড়া প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান। এরপর পাড়া প্রতিবেশীরাই অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আহ্লাদিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। কিন্তু হাসপাতালে কয়েকদিন চিকিৎসার পর মারা যান আহ্লাদি। এরপর আহ্লাদির এক আত্মীয়র অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ আহ্লাদির মৃত্যুকালীন জবানবন্দিও নেয়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে আহ্লাদি তাঁর মৃত্যুর জন্য স্বামী উত্তম টিকাদারকে দায়ী করে। তারপর থেকে পলাতক ছিল অভিযুক্ত উত্তম টিকাদার। শনিবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বনগাঁয় শিমুলতলা এলাকা থেকে উত্তম টিকাদারকে গ্রেফতার করে বনগাঁ থানার পুলিশ।

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়াও

8								9
9			3			7	2	6
	4	6						8
			6				3	
		3	7		4	9		
	2				9			
2						4	5	
1	8	4			5			3
7								2

গতকালের সমাধান

5	1	4	9	2	3	8	7	6
2	9	6	7	8	5	4	3	1
7	3	8	6	1	4	5	2	9
3	4	9	2	5	8	1	6	7
8	6	2	4	7	1	3	9	5
1	5	7	3	9	6	2	8	4
6	7	3	5	4	2	9	1	8
4	2	1	8	6	9	7	5	3
9	8	5	1	3	7	6	4	2

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: সোমবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ২৩ ডিগ্রি ও ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** রবিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৩ ডিগ্রি ও ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৬২ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৬।১৮, **সূর্যাস্ত:** **জোয়ার:** সকাল ৮:৪৫। **ভাঁটা:** বিকেল ৩:২০।

— সমাধানের নিয়ম —
এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	:	64.0468
INR / 1 Euro	:	76.1516
INR / 100 Jap. YEN	:	58.5100
INR /1 Pound Sterling	:	82.9662

শেয়ারসূচক

BSE	31,702.25 ▲	(-189.98)
NIFTY	9,912.85 ▲	(-61.55)

বিজেপি প্রার্থীকে হুমকি দিয়ে ঘরছাড়া করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝড়খালি : এক মহিলা প্রার্থী ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, হুমকির পর থেকে ঘরছাড়া ওই প্রার্থী ও তাঁর স্বামী। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালি কোস্টাল থানার বিধানপল্লির। অভিযোগ, ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪২ নম্বর গ্রামসভার প্রার্থী বিশাখা মণ্ডল ও তাঁর পরিবারকে খুনের হুমকি দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। ফলে বিশাখাদেবী ও তাঁর স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, তাঁদের রোজগারেও বাধা দিচ্ছে তৃণমূলের লোকেরা। ভয়ে অভিযোগ পর্যন্ত করতে পারেননি।যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্য, মাত্র কয়েকটা জায়গায় ওরা প্রার্থী দিয়েছে। এই হুমকির অভিযোগ মিথ্যে। ভোটের সময় মানুষই প্রমাণ করে দেবে কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যে বলছে।

গাছ ভেঙে পড়ায় বিপত্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : একটি বিশালাকার গাছ রাস্তায় পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যান চলাচল। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেল নাগাদ। পুলিশসূত্রে খবর হাওড়ার ব্যাঁটরায় নটবর পাল রোডে হঠাৎই উপড়ে পড়ে একটি বিশালাকার কৃষ্ণচূড়া গাছ। এর জেরে ওই রাস্তায় বেশ কয়েক ঘণ্টা যানচলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। রাস্তা থেকে গাছটি সরাতে ঘটনাস্থলে ডাকা হয় হাওড়া পুরনিগমের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্মীদের। পুরসভার কর্মীরা সেখানে ছুটে আসেন। পরে ওই গাছ রাস্তা থেকে সরানো হয়। খুব সম্ভবত মাটি আলগা হয়ে নর্দমার পাড় ভেঙে কৃষ্ণচূড়া গাছটি রাস্তায় আড়াআড়িভাবে উল্টে পড়ে। এই ঘটনার জেরে গোটা রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।